যুগান্তর

তারিখ 22 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মেডিকেল কলেজগুলোতে ৪শ' আসন বাড়ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নির্দিষ্ট আসনের অতিরিক্ত আরও চার শতাধিক আসন বৃদ্ধি হচ্ছে। বর্ধিত আসনে সরকারিভাবে ১০০, বেসরকারি পর্যায়ে ৩০০ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। চলতি বছর জিপিএ-৫প্রাপ্ত অর্ধলক্ষাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীকে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই অতিরিক্ত আসন বৃদ্ধির এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ১৫টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শেষ হচ্ছে। এ বছর নতুন পাবনা মেডিকেল কলেজের ৫০ আসনসহ ২ হাজার ২১০ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ৭ নভেম্বর একযোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে দেশের ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর ২ হাজার ১৬০টি আসনের বিপরীতে ২২ হাজার ৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, সরকারিভাবে চলতি বছর পাবনা মেডিকেল কলেজে ৫০টি আসন বৃদ্ধি ও ফরম বিতরণ করা হয়েছে। নোয়াখালী ও কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে এ বছরই ৫০ জন করে মোট ১০০ আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়।

আসন : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

আসন : মেডিকেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি আদ্-দ্বীন মহিলা মেডিকেল কলেজ ও কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে এ বছর থেকেই ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ১৩টি মেডিকেল কলেজ সঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় আসনসংখ্যা হ্রাস করা হয়েছিল। এসব মেডিকেল কলেজের মধ্যে অন্তত ৭টি নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ করায় তাদের পূর্বনির্ধারিত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। কলেজগুলো হচ্ছে— মওলানা ভাসানী মেডিকেল কলেজ, ইস্টওয়েস্ট, ইন্টারন্যাশনাল, ইস্টার্ন ও সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন খ্যাতনামা বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ও বিবেচনাধীন।

এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি পর্যবেক্ষক দল সম্প্রতি থেকে বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন শুরু করেছে। পর্যবেক্ষক দল পুরনো ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সিকদার মেডিকেল কলেজ, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ মেডিকেল ও জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজসহ কয়েকটি কলেজ পরিদর্শন করবে। তাছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে সিলিং বেঁধে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

একটি মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য হাসপাতাল, রোগী, কলেজ ভবন, অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ থাকা অত্যাবশ্যক। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে জানান, নোয়াখালী ও কক্সবাজার— এ দুটি জেলার প্রতিটিতে ২৫০ শয্যার সরকারি হাসপাতাল আগে থেকে রয়েছে। তাই রোগীর অভাব হবে না। আর মেডিকেল কলেজের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য আপাতত বিকল্প কলেজ ভবন ভাড়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হবে। তাছাড়া স্থায়ী ভিত্তিতে কলেজ নির্মাণ দ্রুতগতিতে চলবে।

জানা গেছে, গত বছর পর্যন্ত দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজে মোট আসন ছিল ২ হাজার ১৬০টি। অপেক্ষাকৃত কম খরচে সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে গত কয়েক বছর ধরে মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা বৃদ্ধির আবেদন জানানো হচ্ছিল।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহর কাছে আসন বৃদ্ধির বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু পড়াশোনার সুযোগ করে দিতেই আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।